ইউনিট ৩

কৃষি শিক্ষার কার্যকরী শিক্ষণ-শিখনের পরিকল্পনায় শিক্ষাক্রমের অবস্থান

অধিবেশন ১ ঃ কৃষি শিক্ষার শিখনফল

অধিবেশন ২ ঃ কৃষি শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা

অধিবেশন ৩ ঃ কৃষিশিক্ষা পাঠের জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো প্রণয়ন

অধিবেশন ৪ ঃ কৃষিশিক্ষা শিক্ষণ-শিক্ষনের পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়

ইউনিট - ৩ **অধিবেশন - ১**

কৃষি শিক্ষার শিখনফল

ভূমিকা

যে কোন বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার ফলে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত হয় যার মাধ্যমে তাদের আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়। আর শিক্ষককেই এসব আচরণিক শিক্ষার্থীর পরিবর্তনের উন্নয়নের কথা পূর্বেই চিন্তা করে শিক্ষণ-শিখন কার্য সম্পাদন করতে হয়। যার ফলে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দিয়ে শিখনফল অর্জন করানো সম্ভব হয়। অর্থাৎ শিখনফল যে কোন শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের মৌলিক প্রত্যাশা। সুতরাং শিখনফল বলতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণ-শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর যতটুকু আচরণিক উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে বা হবে তার পূর্ব প্রত্যাশিত রূপকেই বুঝায়। অর্থাৎ শ্রেণী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থী জ্ঞান, দক্ষতা এবং তথ্যাদি অবগত হয়ে, যে পরিমাণ আচরণিক উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে। প্রতিটি পাঠ পরিকল্পনায় শিখনফল বিশেষ পাঠের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- কৃষি শিক্ষার শিখনফল উল্লেখ করতে পারবেন।
- অধ্যায়ভিত্তিক কৃষি শিক্ষার শিখনফলের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।
- কৃষি শিক্ষা শিখনের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব - ক : কৃষি শিক্ষার শিখনফল উল্লেখ করতে পারা

কৃষি শিক্ষার শিখনফল মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষার জ্ঞান ও ধারণা অর্জনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে এসেছে মানুষের সচেতনতা, দক্ষতা, স্বাচ্ছন্দ, সুখ ও শান্তি। প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বিভিন্ন কৃষি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা, এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে, কৃষি উৎপাদন দক্ষতা, জলবায়ু উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল চিহ্নিতকরণ, স্বনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়ক, সমন্বিত দমন পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পেরেছি।

শিক্ষার্থীবন্ধুরা, চলুন আমরা নিচের ছকে কৃষি শিক্ষার ফলে অর্জিত শিখনফলের বিভিন্ন দিকগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

কৃষি শিক্ষার শিখনফল

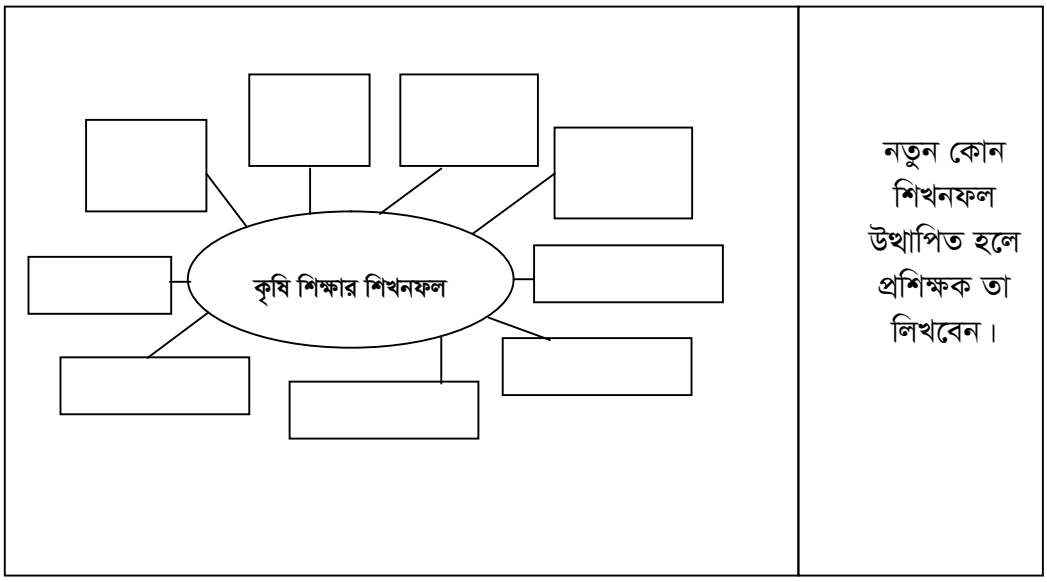

পর্ব - খ : কৃষি শিক্ষার শিখনফলের অধ্যায়ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতকরণ

শ্রেণী শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুভিত্তিক যেসব জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকেই শিখনফল বলা হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা যে কোন শ্রেণী এবং অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে একটি শিখনফলের তালিকা প্রস্তুত করুন।

পর্ব - গ : কৃষি শিক্ষা শিখনের যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। জাতীয় চাহিদা অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং মাধ্যমিক স্তর থেকে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রায়োগিক দিক বিবেচনায় রেখে কৃষি শিক্ষার শিখনে যৌক্তিকতা রয়েছে। শ্রেণীকক্ষে কৃষি শিক্ষার শিক্ষণ-শিখনে শিক্ষকের মান উন্নয়নের পাশাপাশি কার্য সংশোধন অনুশীলনের একটি পদ্ধতি। এর মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান চর্চা হয়ে থাকে। আত্মবিশ্বাস দৃঢ়করণ, প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, শ্রমের মর্যাদা প্রদান, প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা অর্জন, আত্ম-কর্মসংস্থানে কৃষি শিক্ষার ভূমিকা

অনুধাবন করতে পারবেন। কৃষি শিক্ষাকে নিজ জীবনের সাথে সম্পৃক্তকরণে সচেষ্ট হবেন; যেমন - সুষম খাদ্য সম্পর্কে ধারণা, খাদ্য উৎপাদনে অগ্রাধিকার প্রদান, খাদ্য তালিকা নিরূপণ ইত্যাদি।

আসুন মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে কৃষি শিক্ষার শিখনের যৌক্তিকতাগুলো চিহ্নিত করি।

মূল শিখনীয় বিষয়

কৃষি শিক্ষার শিখনফল

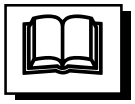

শিখনফল যে কোন শিক্ষণ কার্যক্রমের মৌলিক প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা পূরণের জন্যই শ্রেণী শিক্ষক কিংবা বিষয় শিক্ষক প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ শিখন ফল অর্জন যদি যর্থাথ হয় তবে বিষয় শিক্ষার্থীরা যেমন আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবেন তেমনিভাবে বিষয় শিক্ষক তার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। কাজেই শিক্ষণ শিখনের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই সব পাঠ পরিকল্পনায় এ শিখনফল সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

শিখন ফল বলতে কোন পাঠ পরিচালনা করার পর শিক্ষার্থীদের মাঝে যে আচরণগত পরিবর্তন সাধিত হয় তাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পাঠ যথার্থভাবে পরিচালনা করার পর শিক্ষার্থী যে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে নিজেদের মাঝে যে কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তন সাধন করে তাকেই উক্ত শিক্ষণ শিখনের আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখন ফল বলা হয়। বিষয়গত শিখন ফল তখনই অর্জিত হয় যখন শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়।

কৃষি শিক্ষার শিখন ফল বলতে শ্রেণীভিত্তিক কৃষির কোন বিষয়বস্তুর পাঠ পরিচালনার পর শিক্ষার্থীদের যথার্থ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে তাদের মনোভাবের এবং আচরণগত যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকেই বোঝানো হয়; যেমন- ষষ্ঠ শ্রেণীতে “গবাদি পশুব খাদ্য” পাঠ পরিচালনায় শিক্ষার্থীরা যেসব শিখনফল অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয় তা হল -

১. সুষম খাদ্যের সংজ্ঞা দিতে পারবে।
২. গবাদি পশুর খাদ্য উপাদানের নাম বলতে পারবে।
৩. গাভীর দৈনিক খাদ্য তালিকা নিরূপণ করতে পারবে।

শিখন ফল লেখার ক্ষেত্রে ইদানিং SMART শব্দটিকে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়। যার তাত্ত্বিক প্রয়োগ করার জন্য এর বিশ্লেষণ নিচে উপস্থাপন করা হল -

SMART

S = Specific (সুনির্দিষ্ট)

M = Measurable (পরিমাপযোগ্য)

A = Achievable (অর্জনযোগ্য)

R = Realistic (বাস্তবায়নযোগ্য)

T = Timing (সময়ানুগ)

কৃষি শিক্ষার শিখন ফল শনাক্তকরণ ঃ শ্রেণী -ষষ্ঠ

প্রথম অধ্যায় ঃ কৃষি ও কৃষি শিক্ষা

১. কৃষি কি তা বুঝিয়ে বলতে পারবে।

২. কৃষির প্রধান বিষয়গুলোর নাম বলতে পারবে।

৩. মাটির প্রকারভেদ করতে পারবে।

৪. মাটির উপদান ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫. কোন মাটিতে কোন ফসল ভাল হয তা বলতে পারবে।

৬. মাটির পুষ্টির উপাদান বর্ণনা করতে পারবে।

৭. সারের প্রকারভেদ বলতে পারবে।

৮. জৈব সার প্রস্তুত প্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবে।]

৯. উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বর্ণনা করতে পারবে।

১০. রাসায়নিক সার সর্ম্পকে ধারণা দিতে পারবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শাক সবজি উৎপাদন

১. শাকসবজি কি তা বলতে পারবে।

২. শাকসবজিতে পুষ্টি ও সুষম খাদ্যে শাকসবজির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।

৩. কোন সবজিতে কোন ভিটামিন পাওয়া যায় তা লিখতে পারবে।

৪. কোন মৌসুমে কোন সবজি জন্মে তা বলতে পারবে।

৫. বীজ বপন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
৬. সবজি চারা উৎপাদান সম্পর্কে বলতে পারবে।
৭. সবজি চারা উৎপাদন রোপণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৮. সার প্রয়োগের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৯. ভাল বীজের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বনায়ন

১. বনের প্রকারভেদ বলতে পারবে।
২. প্রাকৃতিক বন বর্ণনা করতে পারবে।
৩. বনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।
৪. নার্সারির সংজ্ঞা দিতে পারবে।
৫. নার্সারি কি তা বলতে পারবে।
৬. আগাছা কীভাবে দমন করা যায় তা বলতে পারবে।
৭. চারা লাগানোর সময় বলতে পারবে।
৮. চারার যত্ন/পরিচর্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৯. বেড়া ও সহায়ক খুঁটির ব্যবহার বলতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ মাছ চাষ

১. মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।
২. মাছ চাষের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবে।
৩. সাদু পানি ও লবণাক্ত পানির মাছের নাম বর্ণনা করতে পারবে।
৪. পুকুরের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবে।
৫. মাছ চাষ উপযোগী পুকুরের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবে।
৬. পুকুরের বিভিন্ন স্তর সনাক্ত করতে পারবে।
৭. রাক্ষুসে মাছ সনাক্ত ও নিধন করা সম্পর্কে বলতে পারবে।
৮. পানিতে মাছের খাদ্য পরীক্ষা করতে পারবে।
৯. নাইলোটিকা মাছের জীবন চক্র বর্ণনা করতে পারবে।
১০. মাছের রোগ পরীক্ষা করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ গৃহপালিত পাখি পালন

১. গৃহপালিত পাখির বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবে।
২. উন্নত জাতের মুরগি পালন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

৩. বিভিন্ন জাতের হাঁসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।

৪. হাঁস ও মুরগির খাদ্যের উপকরণ চিহ্নিত করতে পারবে।

৫. হাঁস-মুরগির গড় খাদ্য কি কি তা উল্লেখ করতে পারবে।

৬. হাঁসের প্রিয় খাদ্য কি কি তা বর্ণনা করতে পারবে।

৭. গৃহপালিত পাখির রোগের নাম বলতে পারবে।

৮. হাঁস-মুরগির অপুষ্টিজনিত রোগের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৯. গৃহপালিত পাখির বাসস্থানের বর্ণনা দিতে পারবে।

১০. মৃত পাখি কীভাবে সৎকার করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ গৃহপালিত পশুপালন

১. দেশী ও বিদেশী জাতের গরুর পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে।

২. গাভী কত বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয় তা বলতে পারবে।

৩. একটি বিদেশী জাতের গাভী সর্বোচ্চ কত লিটার দুধ দেয় তা বলতে পারবে।

৪. দেশী ও বিদেশী জাতের ছাগল এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।

৫. মহিষের আকার আকৃতির বর্ণনা দিতে পারবে।

৬. গবাদি পশুর রোগ নির্ণয় করতে পারবে।

৭. গবাদি পশুর খাদ্য সম্পর্কে বলতে পারবে।

৮. গবাদি পশুর জাত সম্পর্কে বলতে পারবে।

কৃষি শিক্ষার শিখনফল শনাক্তকরণ ঃ শ্রেণী –সপ্তম

প্রথম অধ্যায় ঃ ফলের চাষ

১. ফলের শ্রেণীভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করত পারবে।

২. ফলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩. বীজের বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

৪. অংগজ বংশবিস্তার সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

৫. চারা উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

৬. গাছ রোপণ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

৭. কলা উৎপাদনের কৌশল বর্ণনা করতে পারবে।

৮. জমির পরিচর্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।

৯. মাটির পরিচর্যা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে ।

১০. গাছ ছাটাইকরণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ গৃহপালিত পশুপালন

১. বাছুর পালনের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবে।

২. বাছুরের রোগ ব্যাধি সর্ম্পকে ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

৩. গাভী পালনের সুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবে।

৪. গাভীর বাসস্থান সর্ম্পকে আলোচনা করতে পারবে।

৫. গাভীর সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।

৬. ছাগল পালনের সুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবে।

৭. ছাগলের খাদ্য সর্ম্পকে বর্ণনা করতে পারবে।

৮. ছাগলের রোগ-ব্যাধি সর্ম্পকে বর্ণনা করতে পারবে।

৯. ছাগলের খাদ্য সর্ম্পকে বর্ণনা করতে পারবে ।

১০. ছাগলের জাত সর্ম্পকে বর্ণনা করতে পারবে ।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ গৃহপালিত পাখি পালন

১. মুরগির দেহের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবে।

২. স্বাস্থ্যবান মুরগি চেনার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

৩. প্রাকৃতিক উপায়ে বাচ্চা পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

৪. কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চা পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

৫. বাচ্চার পালনের ঘর তৈরির কৌশল বর্ণনা করতে পারবে।

৬. বাচ্চার খাদ্য ও পানি সর্ম্পকে বর্ণনা করতে পারবে।

৭. বাচ্চার রোগ নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

৮. খামারে হাঁসের বাচ্চা পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

৯. হাঁস মুরগির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যাদি বর্ণনা করতে পারবে।

১০. কবুতর পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ মাছ চাষ

১. মাছের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

২. মৎস্য সম্পদ কমে যাওযার কারণ বর্ণনা করতে পারবে।

৩. মৎস্য চাষের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।

৪. বিভিন্ন প্রকার মাছের নাম বলতে পারবে।

৫. দেশী কার্প জাতীয় মাছের বর্ণনা দিতে পারবে।

৬. বিদেশী কার্প জাতীয় মাছের বর্ণনা দিতে পারবে।

৭. চিংড়ির দেহের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিতে পারবে।

৮. চিংড়ি মাছের জীবনচক্র বর্ণনা করতে পারবে।

৯. থাই সরপুঁটি মাছের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।

১০. রাক্ষুসে মাছ অপসারণ কৌশলের বর্ণনা দিতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বনায়ন

১. বনের সংজ্ঞা দিতে পারবে।

২. বনের প্রকারভেদ লিখতে পারবে।

৩. বিভিন্ন এলাকার বনের বিস্তৃতি লিখতে পারবে।

৪. কৃত্রিম বনের বর্ণনা দিতে পারবে।

৫. মোথা দ্বারা বনায়ন পদ্ধতির বর্ণনা দিতে পারবে।

৬. বসত বাড়িতে বৃক্ষরোপণ পদ্ধতির বর্ণনা দিতে পারবে।

৭. গাছের চারা রোপণের স্থান নির্বাচন করতে পারবে।

৮. রোপণকৃত চারার পরিচর্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবে।

৯. চারাগাছে সার প্রয়োগ পদ্ধতি বলতে পারবে।

১০. বনজ বৃক্ষের সাথে পরিচিতি ঘটাতে পারবে।

১১. সেগুণ বীজ প্রক্রিয়াজাত করার সহজ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১২. বনজ বৃক্ষের ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৩. বৃক্ষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

কৃষি শিক্ষার শিখন ফল শনাক্তকরণ ঃ অষ্টম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায় ঃ উদ্যান ফসলের চাষ

১. উদ্যান ফসলের বর্ণনা দিতে পারবে।

২. উদ্যান ফসলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩. বীজের সংজ্ঞা দিতে পারবে।

৪. বীজের গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫. বীজের বৈশিষ্ট্যগুলো কী তা বর্ণনা করতে পারবে।

৬. স্বাভাবিক অঙ্গজ বংশ বিস্তার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

৭. কৃত্রিম অঙ্গজ বংশ বিস্তার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

৯. ফলের পরিচর্যার নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১০. ল্যাংড়া আমের পরিচিতি উল্লেখ করতে পারবে।

১১. সবজি চাষ সর্ম্পকে বর্ণনা করতে পারবে।

১২. মূলার বীজ বপন পদ্ধতি সর্ম্পকে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১৩. মূলার বংশ বিস্তার সর্ম্পকে উল্লেখ করতে পারবে।

১৪. ফুলের জমি কীভাবে নির্বাচন করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উন্নত জাতের গাভী পালন

১. উন্নত জাতের গাভীর নাম উল্লেখ করতে পারবে।

২. গাভীর বাসস্থান ও পালন ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।

৩. গাভীর রোগ ও প্রতিকার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪. গরু মোটাতাজাকরণের পদ্ধতি বলতে পারবে।

৫. গবাদি পশুর পুষ্টিকর খাদ্য বানাতে পারবে।

৬. ছাগল পালনের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবে।

৭. ছাগলের মডেল খামার স্থাপন করতে পারবে।

৮. ভেড়া পালনের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবে।

৯. পশু পালনের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবে।

১০. উন্নত উপায়ে চামড়া কীভাবে সংগ্রহ করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।

১১. পশুর চামড়ায় কীভাবে লবণ দিতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।

১২. পশুর উপজাত দ্রব্যসমূহের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে।

১৩. পশুর উপজাত দ্রব্যসমূহ কী কাজে ব্যবহার হয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১৫. গরু মহিষের শিং দিয়ে কী তৈরি করা হয় বর্ণনা করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ গৃহপালিত পাখি পালন

১. ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবে।

২. খাঁচায় মুরগি পালন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩. বাড়িতে মুরগি পালনের সুবিধাসমূহ বলতে পারবে।

৪. মুরগির সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে পারবে।

৫. ডিম দেয়া মুরগির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।

৬. ডিমের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৭. ডিমের সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

৮. রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।

৯. হাঁস মুরগির সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে করণীয় কী তা বলতে পারবে।

১০. বসন্ত ককসিডিয়োসিস, কলেরা, ডাক প্লেগ রোগের লক্ষণ কী এবং চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

১১. কোয়েল পাখির বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য কী তা বলতে পারবে।

১২. কোয়েল পালন করে কম খরচে কীভাবে লাভবান হওয়া যায় তা বর্ণনা করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ মৎস্য সম্পদ

১. মৎস্য সম্পদ কী তার বর্ণনা দিতে পারবে।

২. কোন পানিতে কি মাছ ভাল হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩. সামুদ্রিক মাছ থেকে কী কী খাদ্য উপাদান পাওয়া যায় তা বলতে পারবে।

৪. মাছের কত শতাংশ সমুদ্র থেকে আসে তা বলতে পারবে।

৫. মাছ চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

৬. ঘেরে চিংড়ি চাষের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

৭. কোনগুলো কার্পজাতীয় মাছ তা বলতে পারবে।

৮. পুকুরে স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় রাখার উপায়সমূহ লিখতে পারবে।

৯. মাছের বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।

১০. মাছের রোগ প্রতিকারের উপায়সমূহ লিখতে পারবে।

১১. রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণসমূহ বলতে পারবে।

১২. মৎস্য সম্পদ থেকে কত বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় তা বলতে পারবে।

১৩. ধান ক্ষেতে কীভাবে মাছ চাষ করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বনায়ন

১. গাছপালার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

২. গাছ পালার পরিবেশগত গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে গাছপালার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪. বাঁশের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

৫. বেতের গুরুত্ব বলতে পারবে ।

৬. বাংলাদেশে কী কী ভেষজ উদ্ভিদ আছে তার নাম বলতে পারবে ।

৭. সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব বর্ণনা বরতে পারবে।

৮. সড়ক ও বাঁধের ধারে রোপিত চারার পরিচর্যা কীভাবে করতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৯. কৃষি বনায়নের উপযোগী গাছের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখতে পারবে।

১০. কৃষি বনায়নের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন ফল শনাক্তকরণ ঃ শ্রেণী – নবম

প্রথম অধ্যায় ঃ কৃষি ও ফসল

১. মাটির সংজ্ঞা দিতে পারবে।

২. মাটির উপাদান বর্ণনা করতে পারবে।

৩. মাটির শ্রেণীবিভাগ করতে পারবে।

৪. উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বর্ণনা করতে পারবে।

৫. কৃষি জলবায়ু ও আবহাওয়ার সংজ্ঞা দিতে পারবে।

৬. বীজের সংজ্ঞা দিতে পারবে।

৭. বীজের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবে।

৮. কৃষি যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।

৯. সেচ প্রকল্পগুলোর নাম বলতে পারবে।

১০. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।

১১. ধান চাষের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

১২. ফসল সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বনায়ন

১. বনের সংজ্ঞা দিতে পারবে।

২. বনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

৩. বনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে।

৪. বনবিধি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫. বন্যপ্রাণীর বর্ণনা দিতে পারবে।

৬. নার্সারির সংজ্ঞা দিতে পারবে।

৭. নার্সারির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।

৮. বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

৯. পলিব্যাগে মাটি ভর্তিকরণ এবং বীজ বপন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

১০. নার্সারিতে চারার পরিচর্যা ও রোগবালাই দমন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১১. সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।

১২. হুম্পাসের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১৩. কাঠ সিজনিং পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ মাছ চাষ

১. বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের উৎসগুলো বলতে পারবে।

২. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণ বলতে পারবে।

৩. মৎস্য সংরক্ষণ আইন কী কী বলতে পারবে।

৪. পানির গুণাগুণ বলতে পারবে।

৫. পুকুরের জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো কী তা বলতে পারবে।

৬. পুকুর প্রস্তুতি সম্পর্কে বলতে পারবে।

৭. চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে পারবে।

৮. চাষ উপযোগী চিংড়ির পরিচিতি বলতে পারবে।

৯. গলদা চিংড়ির একক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০. মাছের রোগ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১১. পরজীবীজনিত রোগ কী-তা বলতে পারবে।

১২. পুষ্টিজনিত রোগ কী-তা বলতে পারবে।

১৩. মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্ব বলতে পারবে।

১৪. মাছ পচার কারণ বলতে পারবে।

১৫. মাছ ও চিংড়ি সংরক্ষণের পদ্ধতি বলতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ হাঁস-মুরগি পালন

১. বাচ্চা ফুটানোর ডিম নির্বাচন কৌশল বর্ণনা করতে পারবে।

২. ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা লিখতে পারবে।

৩. প্রাকৃতিক পদ্ধতি ও কৃত্রিম পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লিখতে পারবে।

৪. ব্রয়লার খামার স্থাপনের বিবেচ্য দিকগুলো বলতে পারবে।

৫. বাচ্চা পালনের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে।

৬. মুরগির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে।

৭. পুকুরে হাঁস-মাছের সমন্বিত চাষ পদ্ধতির সুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবে।

৮. হাঁস-মুরগির খাদ্য তৈরির নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবে।

৯. মুরগির রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবে।

১০. মুরগির বিভিন্ন রোগের টিকা দান পদ্ধতির বর্ণনা করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ গৃহপালিত পশু পালন

১. গাভীর যত্ন নিতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন তা বলতে পারবে।

২. কৃত্রিম প্রজনন এর উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩. পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।

৪. পাস্তুরীকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

৫. দুধ দোহন পদ্ধতি বর্ণনা দিতে পারবে।

৬. দুধ সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

৭. ছাগল পালনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।

৮. ছাগলের খাদ্যাভাস ও খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

৯. খামার-স্থাপনের আনুষঙ্গিক সুবিধাসমূহ লিখতে পারবে।

১০. বাণিজ্যিক ছাগলের খামারে কী কী নথিপত্র রাখা উচিত তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখন ফল

শিখন ফল লেখার জন্য কিছু ক্রিয়া পদের উল্লেখ করা হল –

• নির্ণয় করতে পারবে	• বিন্যাস করতে পারবে
• সংযোজন করতে পারবে	• অনুশীলন করতে পারবে
• উল্লেখ করতে পারবে	• হিসেব করতে পারবে
• তৈরি করতে পারবে	• মূল্যায়ন করতে পারবে
• প্রয়োগ করতে পারবে	• পরীক্ষা করতে পারবে
• ব্যাখ্যা করতে পারবে	• যোগ্যতা নিরূপণ করতে পারবে
• শুদ্ধ করতে পারবে	• উৎপাদন করতে পারবে
• বর্জন করতে পারবে	• বাছাই করতে পারবে
• পরিহার করতে পারবে	• চিহ্নিত করতে পারবে
• নির্দেশ করতে পারবে	• যাচাই করতে পারবে
• নির্মাণ করতে পারবে	• পরিমাপ করতে পারবে
• সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে	• অনুবাদ করতে পারবে
	• পরামর্শ দিতে পারবে
• প্রদর্শন করতে/দেখাতে পারবে	• যোজন/বিয়োজন তালিকা তৈরি করতে পারবে
• বর্ণনা করতে পারবে	

মূল্যায়ন

১. শিখন ফল বলতে কী বোঝায়?

২. কৃষি শিক্ষার শিখনের যৌক্তিকতা অনুধাবনে শিখন ফলের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব - ক

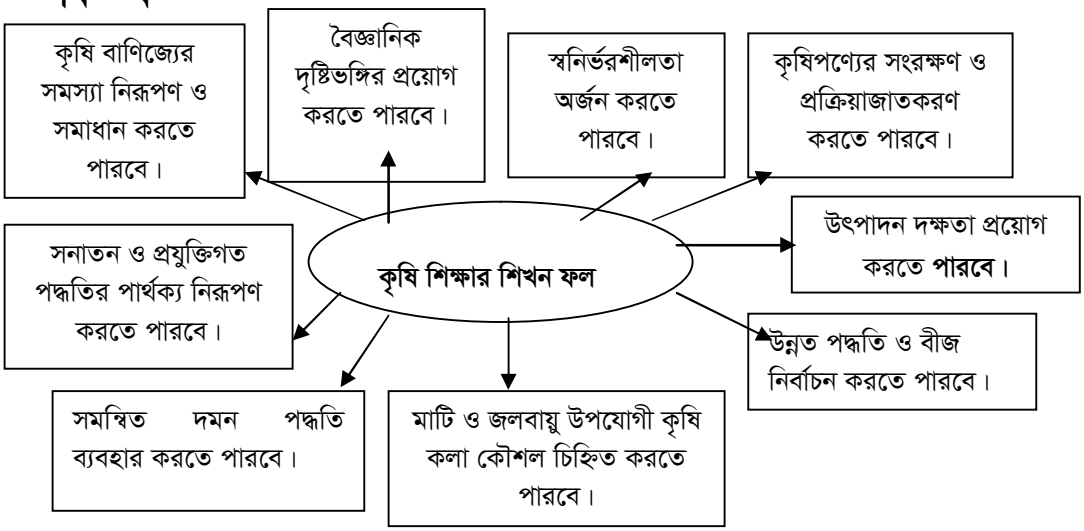

পর্ব - খ

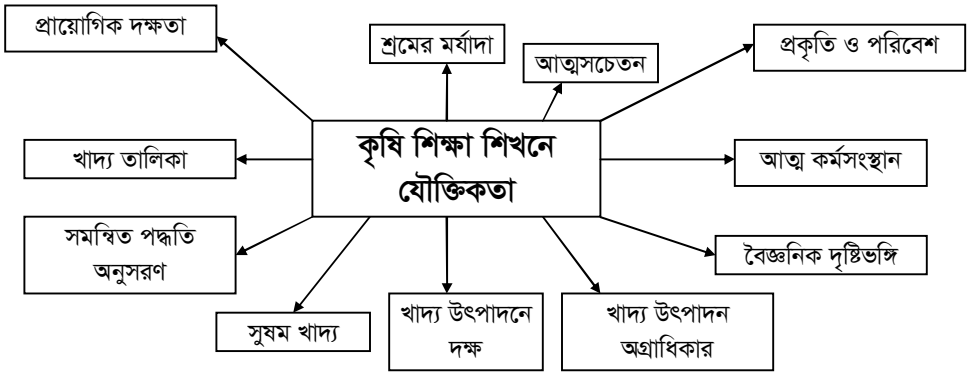

ইউনিট - ৩ **অধিবেশন - ২**

কৃষি শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা

ভূমিকা

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের সার্থক বাস্তবায়নের মাধ্যম হচ্ছে – পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকে জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান বিতরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে সর্বজন বিবেচিত। এটি সবচেয়ে সাধারণ এবং বহুল ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ। পাঠ্যপুস্তক হল মানব জাতির চিন্তাধারার প্রতিফলিত বিবরণ এবং এর উদ্দেশ্য শিক্ষার কার্যক্রমের বাস্তব ফল লাভ। এ কারণে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি তথা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে থাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, নীতিমালা, সর্বোপরি সযত্ন ও সতর্ক প্রয়াস। অন্যথা পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান বজায় থাকে না। কৃষি শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক শিক্ষণ বিষয়কে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করে। তাই উত্তম পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান নিশ্চিত করা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব - ক : উত্তম পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের বিবেচ্য দিক

কৃষি শিক্ষার শিক্ষণ-শিখনে উত্তম পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বিবেচ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করা এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও কাঠামো পর্যালোচনা করা আবশ্যক। কৃষি শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এর গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা নিচের ছক পূরণ করার চেষ্টা করি —

পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবেচ্য দিক

পর্ব - খ : উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

কৃষি শিক্ষা পাঠ্যপুস্তক কৃষি শিক্ষা শিক্ষণ-শিখনকে ফলপ্রসূ করতে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট, সহজ ও বোধগম্য করে। শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত শিখন ফল অর্জনে সামর্থ হয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

উত্তম পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীকে পাঠে মনোযোগী করে। শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে। মাঠ পর্যায়ে বিষয়বস্তুর প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাকে সক্রিয় ও উৎপাদনশীল করে গড়ে তোলে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা নিচের ছকের মাধ্যমে কৃষি শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

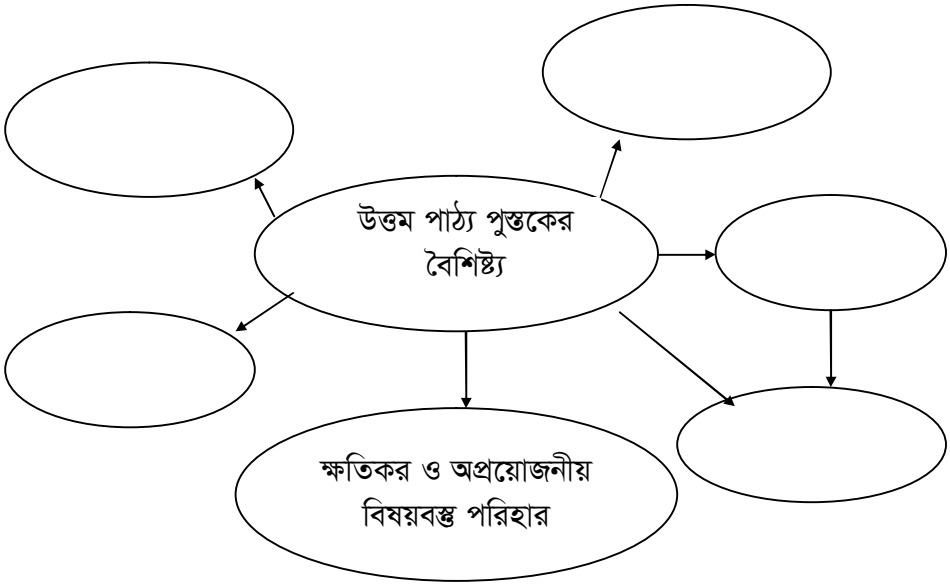

পর্ব - গ : কৃষি শিক্ষা শিক্ষণ-শিখনে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব যে কতখানি তা স্বল্প পরিসরে বলা যাবে না। তাই পাঠ্যপুস্তকটি যদি যথার্থ না হয় তবে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে সমগ্র জাতি। দেশ পিছিয়ে পড়বে শুধুমাত্র সঠিক নির্দেশনার অভাবে। তাই পাঠ্যপুস্তকটি হতে হবে গঠনমূলক, তথ্য বহুল, এবং সর্বজন গৃহীত। কৃষি শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা নিরীক্ষার উপায় যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রাখে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলুন আমরা পাঠ্যপুস্তক যথার্থ কি না তা যাচাইয়ের জন্য কৌশলগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

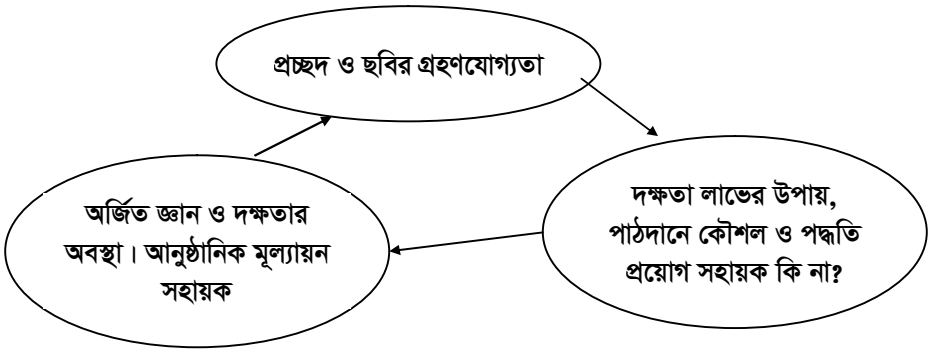

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক একই সূত্রে গাঁথা শিক্ষা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ। এর মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং শিখন ফল অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে কাজ করে। এখন পর্যন্ত সারাবিশ্বে পাঠ্যপুস্তককেই শিক্ষণ-শিখনের প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এই কারণে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি তথা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জ্ঞানের যে কোন বিষয় নিয়ে, যে কোন ভাষা ও ভঙ্গিতে একটি সাধারণ পুস্তক প্রণীত হতে পারে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক তা থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। একটি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে থাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, নীতিমালা, সর্বোপরি সযত্ন ও সতর্ক প্রয়াস। অন্যথা পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান বজায় থাকে না।

একটি সাধারণ পুস্তকে একজন ব্যক্তির ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রণীত হতে পারে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে একটি জাতি, গোষ্ঠীর শিক্ষাদর্শনের প্রতিফলন ঘটে। এর সাথে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। যে কারণে একটি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে রয়েছে কিছু ধাপ। এ ধাপগুলো মোটামুটি সব দেশ ও জাতি মেনে চলে।

কৃষি শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক কৃষি শিক্ষার শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করে। পাঠের বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য ও বোধগম্য করে তোলে। শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত শিখন ফল অর্জনে সামর্থ্য হয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সম্পৃক্ততা, অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড এর মূল হাতিয়ার হিসেবে অবদান রাখতে পারে কৃষি শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষার্থীর স্বকর্মসংস্থান, শ্রম ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে কৃষির প্রায়োগিক প্রযুক্তিসমূহ, তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক উভয় দিকেই শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিকল্পনা ইন্সস্টিটিউট, প্যারিস, পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাহল –

- পাঠ্যপুস্তকে সঠিক, বিশুদ্ধ ও নিখুঁত তথ্য পরিবেশন করা অপরিহার্য। পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশিত তথ্য সাম্প্রতিক ও নির্ভুল হতে হবে।
- **অভ্যন্তরীণ কাঠামোঃ** ধারাবাহিক বিন্যাস ও বিষয়বস্তু পরিবেশনে সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রম রক্ষা করতে হবে। সাধারণভাবে সহজ থেকে কঠিন, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, বিশেষ থেকে সাধারণ এই সব নীতি অনুসরণ করে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করা হয়।
- **ব্যবহার যোগ্যতাঃ** শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক সহজে ব্যবহার করতে পারবে। এই ব্যবহার হবে আরামদায়ক।
- **স্পষ্টতা ও অর্থপূর্ণতা ঃ** বিষয়বস্তুর দুরূহতা ও দুর্বোধ্যতা পরিহার করে শিক্ষার্থী যে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হয় তার প্রতিফলন থাকবে।
- **শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঃ** পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশিত বিষয়ে শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রতিফলন ঘটাবে।
- **ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিহার ঃ** পাঠ্যপুস্তকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু থাকবে না। নৈতিক ও ধর্মীয়বোধে আঘাত করতে পারে এরূপ বিষয় বর্জন করতে হবে।

উত্তম পাঠ্যপুস্তকের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে বিবেচ্য দিক

উত্তম পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজে গুণগত মান নিশ্চিত করতে হলে সঠিকভাবে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

- বিষয়বস্তুর উপস্থাপন (Presentation of the content)
- শিখন শেখানোর নির্দেশনা (Instructional issues)
- পাঠ যোগ্যতা (Readability)
- বিন্যাস (Organizational issues)
- কাঠামো / গ্রাফিক ডিজাইন (Format / Graphic design issues)

কৃষি পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার বিবেচ্য দিক

- লিখন পদ্ধতি নির্বাচন
- পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা
- পাঠ্যপুস্তকের কাঠামো ও সংগঠন

- শিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও কলাকৌশল
- কৃষি দক্ষতা লাভের সুযোগ সুবিধা
- নবতর কৌশল ও প্রয়োগ রীতি
- সহজ, সরল ও বোধগম্যতা

কৃষি শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক জাতির আদর্শ ও উন্নয়নের মাপকাঠিতে রচিত হবে। কৃষি শিক্ষার সাথে অন্যান্য বিষয়ের যোগাযোগ, পাঠ্যপুস্তকের বিস্তৃতি বৃহৎ বা সংক্ষিপ্ত হবে না। বোধগম্যতা ও আলোচনার ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রয়োজন অনুযায়ী আবশ্যক।

আন্তর্জাতিক কৃষি শিক্ষাক্রমের সাথে তুলনামূলক আলোচনা ও সংযোজন হতে হবে। কাঠামো ও ডিজাইন আকর্ষণীয় হতে হবে। বিষয়বস্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ থাকতে হবে।

মূল্যায়ন

১. পাঠ্যপুস্তকের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো সনাক্ত করুন।

২. কৃষি শিক্ষার শিখনে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করুন।

৩. কৃষি শিক্ষার উত্তম পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নের কৌশলগুলো উল্লেখ করুন।

৪. কৃষি শিক্ষার শিক্ষণ-শিখনে পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কি ধরনের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা উচিত বলে আপনি মনে করেন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব - ক

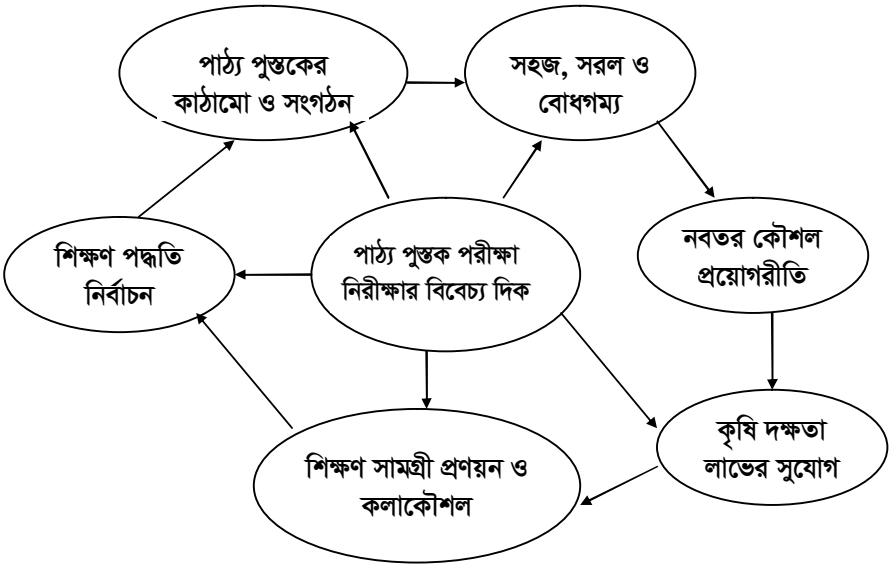

পর্ব - খ

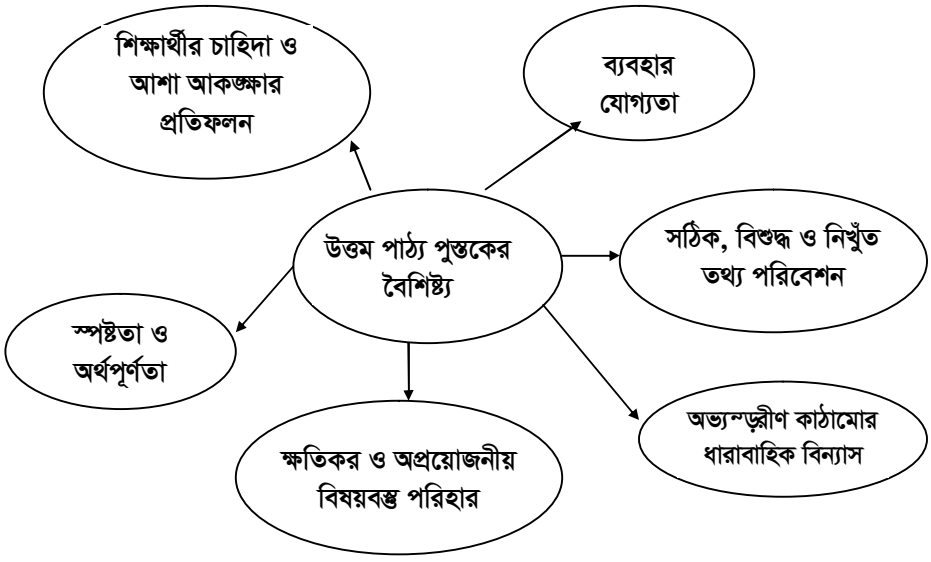

ইউনিট - ৩ **অধিবেশন - ৩**

কৃষি শিক্ষা পাঠের জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো প্রণয়ন

ভূমিকা

আধুনিক চিন্তাধারায় শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী হচ্ছে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। তাই এ কাজকে উন্নত করার জন্য শিক্ষক কর্তৃক যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে – ''পরিকল্পনা কাঠামো'' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষক তার নিজস্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পাঠদানের পূর্বে, প্রস্তুতি হিসেবে নির্ধারিত বিষয়ের মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনের জন্য যে পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করেন তাকেই পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan) বলা হয়। পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে জি. এইচ. গ্রীন (G.H. Gveen) বলেন —— The teacher who planted his lesson wisely related to his topics and his classroom without an anxiety, ready to embark with confidence upon a job he understands & prepared to carry it to a workmanable conclusion"। কোন কাজের সফলতা নির্ভর করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর এবং এ পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজন ধারাবাহিক বিষয়বস্তুর অনুসরণ। যার মাধ্যমে শিখনের উদ্দেশ্য প্রসার ঘটায়, বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করে, বিভিন্ন ধারণার সংগঠন ঘটায় এবং অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটায়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- পরিকল্পনা কাঠামো প্রণয়ন করতে পারবেন।
- পরিকল্পনা কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিষয়বস্তুর অংশ বিন্যস্ত, ধারাবাহিক ও সুনির্দিষ্ট করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব -ক : কৃষি শিক্ষার শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম উন্নয়নের পরিকল্পনা কাঠামো প্রণয়ন

কৃষি শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়। এর জ্ঞান চর্চার বিষয়ের প্রয়োগ অবশ্যই হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। আর এ হাতে কলমে কৃষি শিক্ষা বিষয়টির শিখন সম্পাদন করার জন্য এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথার্থ কাঠামো অবলম্বনে উদ্যোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রেণী শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা, প্রজ্ঞা, পারদর্শিতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পাঠদানের পূর্বে প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষক তার নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশল অভিজ্ঞতা, চিন্তাভাবনা করে যে পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন তাই শিক্ষণ পরিকল্পনা কাঠামো। শিক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা কি ধরনের দক্ষতা অর্জন করবে এবং কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটবে তা পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকবে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচে প্রদত্ত ছকে শিক্ষণ পরিকল্পনা কাঠামো প্রণয়নে বিবেচ্য দিকগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

ছক : শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা কাঠামো

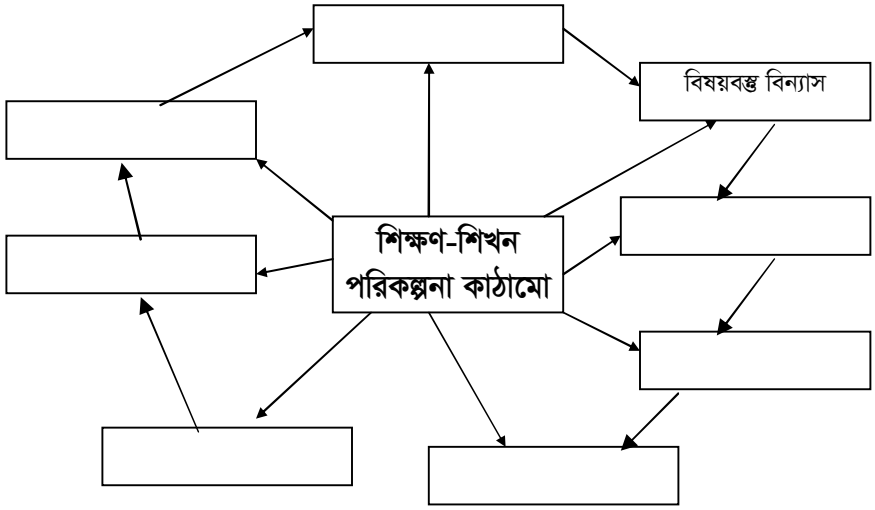

পর্ব - খ : শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে পরিকল্পনা কাঠামোর উপযোগিতা নিরূপণ

কৃষি শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে যথার্থ এবং সার্থক করে তোলার জন্য যথার্থ শিখন পরিকল্পনা একান্ত অপরিহার্য। শ্রেণী শিক্ষক এ পরিকল্পনার মাধ্যমেই শ্রেণী শিক্ষণ শিখনের

যাবতীয় কার্যাদি সুসম্পন্ন করে থাকেন। শ্রেণী শিক্ষক তার সমস্ত কাজকে কতগুলো পর্যায়ক্রমিক ধাপ অনুসরণের মাধ্যমে সুসম্পন্ন করে থাকেন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে পরিকল্পনা কাঠামোর উপযোগিতা ক্ষেত্রগুলো স্ব স্ব খাতায় লেখার চেষ্টা করবেন।

পর্ব - গ : কৃষি শিক্ষা শিক্ষণ পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ

শ্রেণী শিক্ষক যে পরিকল্পনার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষণ-শিখনের যাবতীয় কার্যাদি সুসম্পন্ন করে থাকেন তার সমস্ত কাজের কতগুলো পর্যায়ক্রমিক ধাপ অনুসরণের মাধ্যমে সুসম্পন্ন করে থাকেন। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শ্রেণী শিক্ষককে যথার্থ শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলোকে পর্যায়ক্রমে অনুসরণের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা নিচে প্রদত্ত ছকে শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

ছক : শিক্ষণ পরিকল্পনার বিবেচ্য দিক

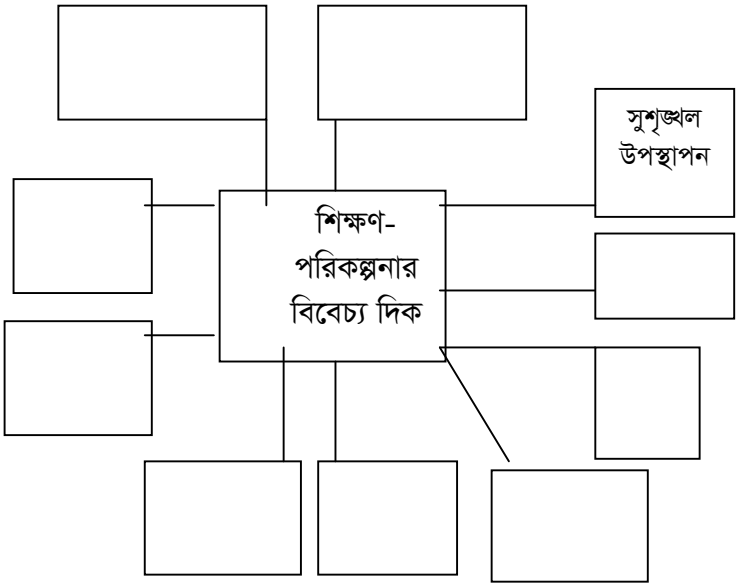

মূল শিখনীয় বিষয়

কোন কাজের সফলতা নির্ভর করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর। শিক্ষাদানকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করা এবং শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টিকরণে শিক্ষণ-শিখনে পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পাঠদানের পূর্বে প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষক তার নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশল, অজ্ঞিতা, ও চিন্তা-ভাবনা করে যে পাঠপরিকল্পনা প্রস্তুত করেন তাই শিক্ষণ পরিকল্পনা কাঠামো। শিক্ষক কোন শ্রেণীতে পাঠদান করবেন। পাঠদানের উদ্দেশ্য, কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, উপকরণ নির্বাচন, উপকরণ ব্যবহারের কলাকৌশল ইত্যাদি শিক্ষণ-পরিকল্পনায় উল্লেখ করতে হবে। শিক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা কি ধরনের দক্ষতা অর্জন করবে এবং কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে তার উল্লেখ থাকবে।

শিক্ষণ-পরিকল্পনা প্রণয়নে যে সব বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলোর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে শিক্ষণ-পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। কারণ পাঠ-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর পাঠদানের সফলতা অনেক খানি নির্ভরশীল। যেমন –

- শিখন উদ্দেশ্যের প্রসার ঘটায়।
- বিমূর্ত ধারাণাকে মূর্ত করে।
- বিভিন্ন ধারণার সংগঠন করে।
- অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটায়।
- জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনুশীলন হয়।

কৃষি শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াকে যথার্থ এবং সার্থক করে তুলার জন্য যর্থাথ শিখন পরিকল্পনা একান্ত অপরিহার্য। শ্রেণী শিক্ষক এ পরিকল্পনার মাধ্যমেই শ্রেণী শিক্ষণ শিখনের যাবতীয় কার্যাদি সুসম্পন্ন করে থাকেন। এক্ষেত্রে শ্রেণী শিক্ষককে তার সমস্ত কাজের কতগুলো পর্যায় ক্রমিক ধাপ অনুসরণের মাধ্যমে সুসম্পন্ন করে থাকেন। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শ্রেণী শিক্ষককে যথার্থ শিক্ষণ শিখন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলোকে পর্যায়ক্রমে অনুসরণের জন্যও বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন।

কৃষি শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়। এর জ্ঞান চর্চার বিষয়ের অবশ্যই হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। আর এ হাতে কলমে কৃষি শিক্ষা বিষয়টির শিক্ষণ শিখন

সম্পন্ন করার জন্য অবশ্যই যথার্থ শিক্ষণ শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রেণী শিক্ষকের দক্ষতা, প্রজ্ঞা, পারদর্শিতা, অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগাতে হবে।

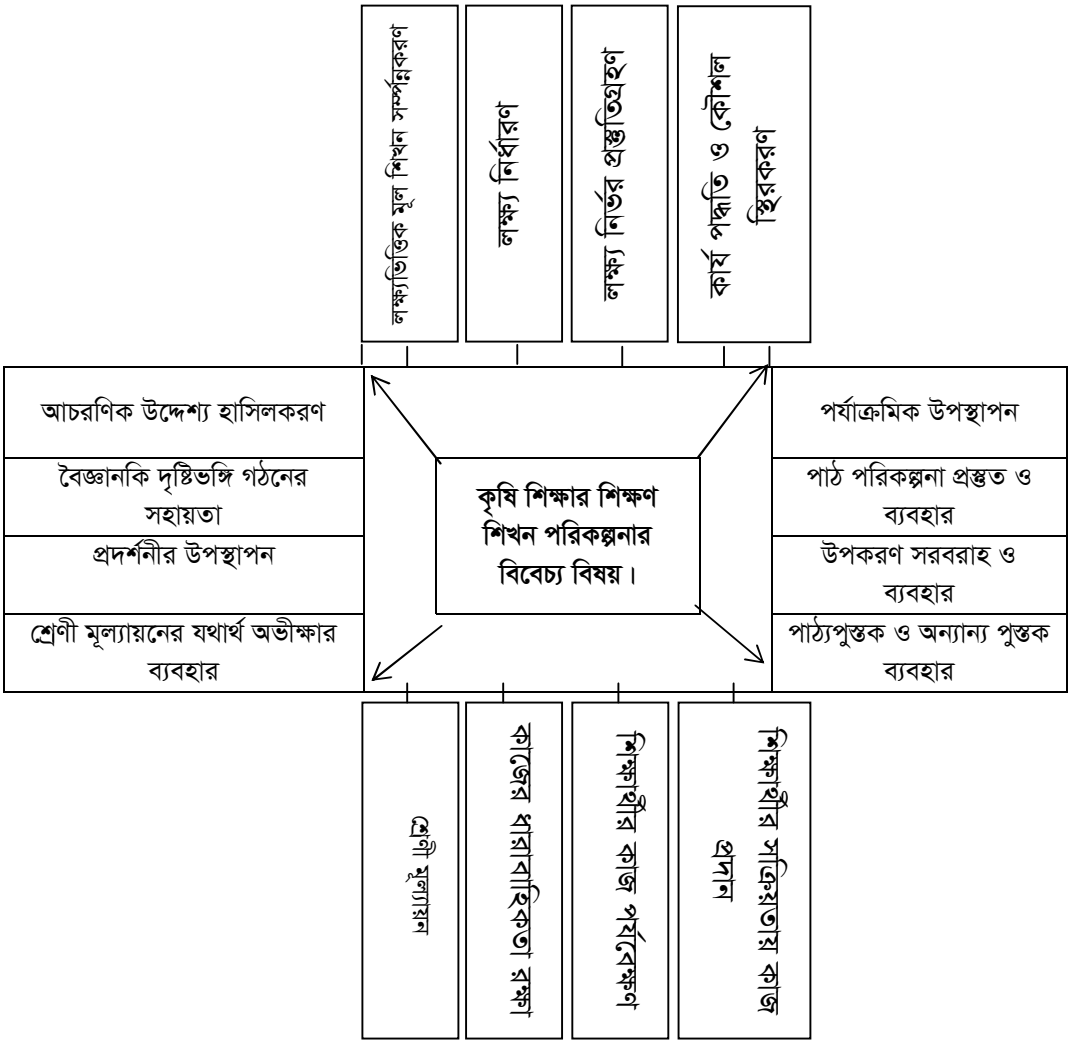

শিক্ষণ পরিকল্পনার মূল শিখনীয় বিষয়াবলি

১. পাঠদান পদ্ধতি।

২. পাঠ-সহায়ক উপকরণ ব্যবহার পদ্ধতি।

৩. পাঠ-উপস্থাপন প্রক্রিয়া।

৪. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া।

৫. সময় অনুযায়ী কার্যধাপ সম্পন্নকরণ।

৬. পাঠবিভাজন নীতি।

৭. পাঠ-পরিকল্পনা পরিধি।

৮. শিক্ষকের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় ।

৯. তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি প্রয়োগিক উপযোগিতার দিক।

১০. তাৎপর্যময় কর্মকান্ড পরিচালনা।

১১. উপস্থাপনা কৌশল সুশৃঙ্খল ।

১২. শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা অর্জনে সহায়ক / নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ।

১৩. ফলপ্রসূ পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাবোধ।

১৪. বিষয়বস্তু-স্পষ্ট ও বাস্তব ধর্মী ধারণা অর্জনে সহায়ক।

১৫. বয়স, মেধা, অনুরাগ ও বোধগম্যতার প্রতি বিশেষ প্রাধান্য।

১৬. দলীয় কাজ / শ্রেণীর কাজ পর্যবেক্ষণ।

১৭. পাঠ পরিকল্পনার লিখিত আকার।

১৮. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়ক।

১৯. সৃজনশীলতা প্রদর্শনের পরিবেশ সৃষ্টি।

২০. মূল্যায়নের যথার্থতার পারদর্শিতা নির্ণয়।

২১. নির্দেশিত কাজ।

২২. সর্বোপরী সময় সচেতনতায় পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন।

চেকলিষ্ট ঃ কৃষি শিক্ষার শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়সমূহের যর্থাথতা নির্ণয়য়ের জন্য Likert Scale ব্যবহারের জন্য একটি নমুনা চেক লিস্ট দেয়া হল।

ক্রমিক নং	বিবেচ্য বিষয়সমূহ	ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নয়ন (টিক চিহ্ন দিবে)		
		জ্ঞান	দক্ষতা	মনোভাব
১.	মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা			
২.	লক্ষ্য নির্ধারণ			
৩.	সুশৃঙ্খল উপস্থাপন			
৪.	শিক্ষাদানের পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা			
৫.	মূলনীতি ও শর্ত অনুসরণ			
৬.	পাঠ-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য			
৭.	তথ্যানুসন্ধান			
৮.	সময় সচেতনতা			
৯.	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা			
১০.	উপকরণের ব্যবহার			
১১.	ধারাবাহিকতা			
১২.	মূল্যায়ন			
১৩.	বিষয়বস্তু সর্ম্পকে আগ্রহ সৃষ্টি			
১৪.	সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা			
১৫.	উত্তম-পাঠ-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য			

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব - ক

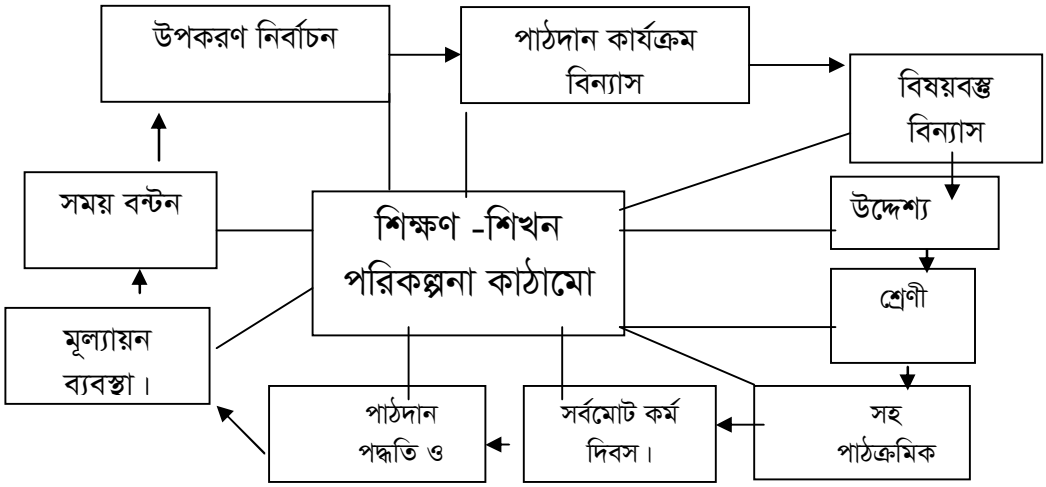

পর্ব - গ

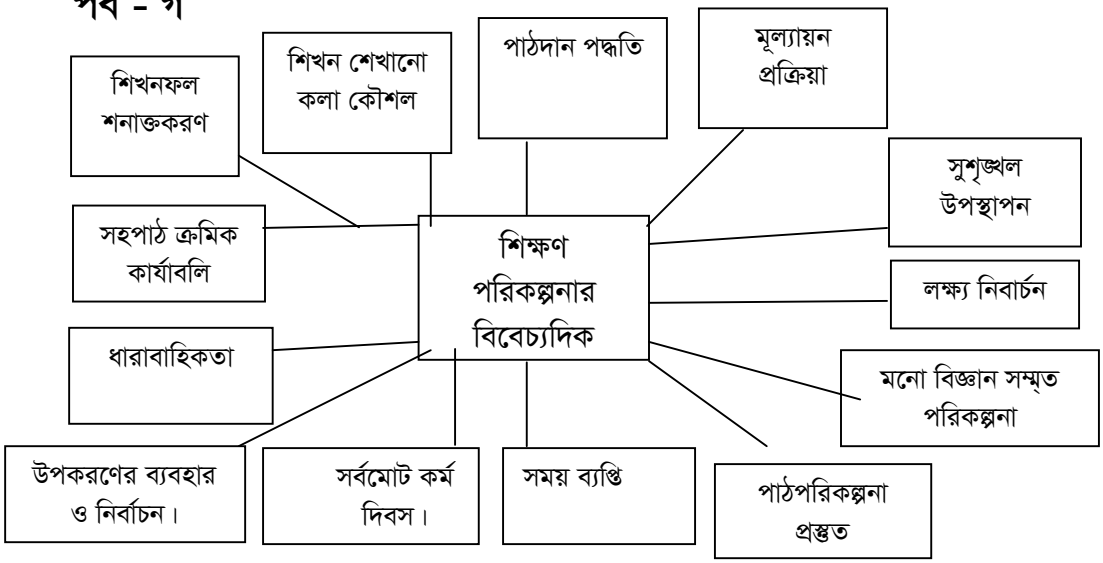

ইউনিট - ৩ **অধিবেশন - ৪**

কৃষি শিক্ষা শিক্ষণ শিখনের পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়

ভূমিকা

সাধারণত শ্রেণী শিক্ষক পাঠদানের পূর্বে নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শিখন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। অর্থাৎ শ্রেণী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের ভৌত ও সামাজিক উপাদান এবং মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্খিত জ্ঞান চর্চার ঈস্পিত লক্ষ্য হাসিল করার পরিপূর্ণ অবস্থাকে শিক্ষণ শিখন পরিকল্পনা বলা হয়। বিদ্যালয় হল শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞান চর্চার মৌলিক আলয়। এ আলয়ে যথার্থ শিক্ষণ-শিখনের পরিকল্পিত পরিবেশ থাকবে। এটাই সকলের প্রত্যাশা। সুতরাং বিদ্যালয়ে যথার্থ জ্ঞান চর্চার জন্য যথার্থ শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার বিকল্প নেই।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো সনাক্ত করতে পারবেন।
- শ্রেণী পাঠদানে শিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিক্ষণ পরিকল্পনা অনুসরণে শ্রেণী শিক্ষণের সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব - ক : শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয় শনাক্তকরণ

শিক্ষকতা পেশায় সফলতা লাভের জন্য বিষয়বস্তুর সার্থক উপস্থাপন করার কাজটি শিক্ষককে পূর্ব-পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার প্রথমে থাকবে শিক্ষাক্রম বিন্যাস করা এবং পরে বিষয়বস্তুর বিন্যাস। শিক্ষণ পরিকল্পনায় থাকবে শিক্ষণের কার্যকরি দর্শন, শিক্ষা দর্শন এবং শ্রেণী শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা। শিক্ষকতার মত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটি পরিকল্পিত বাস্তবভিত্তিক ডিজাইন তৈরি করতে হবে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বাস্তবায়ন থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা অর্জন পর্যন্ত ক্ষেত্রগুলো বিবেচনাধীন থাকবে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলুন আমরা নিচে প্রদত্ত ছকে শিক্ষণ পরিকল্পনা কাঠামো অনুসরণে বিবেচ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

পর্ব - খ : শ্রেণী পাঠদানে প্রণয়নকৃত শিক্ষণ পরিকল্পনার গুরুত্ব

যে কোন কাজের সফলতা নির্ভর করে তার যথার্থ পরিকল্পনার উপর। শ্রেণী শিক্ষক তার প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান, দক্ষতা, নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বিষয়গত জ্ঞান, সৃজনশীলতা ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষণ-শিখনের সার্থক ও সুন্দর পরিবেশনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন। যেথায় তিনি শ্রেণী শিক্ষণ-শিখনের যাবতীয় কার্যাবলীকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করে থাকেন। ফলে শিক্ষার্থীরা কৌতূহলী হয়ে শিখনে অগ্রসর হয়। পাঠের ফলপ্রসূতা অর্জিত হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচে প্রদত্ত ছক অনুসরণ করে শিক্ষণ-পরিকল্পনার গুরুত্বগুলো লিপিবদ্ধ করুন।

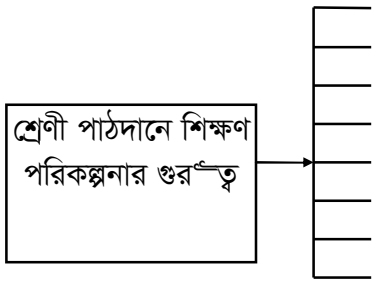

পর্ব - গ : শিক্ষণ পরিকল্পনা অনুসরণে শ্রেণী শিখনের সমস্যা সমাধান

যে কোন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে পরিকল্পনার কোন বিকল্প নেই। পরিকল্পনাহীন গৃহীত কার্যক্রমকে তাই বৈঠাহীন নৌকার সাথে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ কার্যক্রমের বাস্তবায়নে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে একাধিক। তাই একটি সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিকল্পনা যে কোন কাজের ফলপ্রসূতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। তদ্রুপ শ্রেণী শিক্ষণ-শিখনে সফল বাস্তবায়নে অর্থাৎ যে কোন সমস্যার সমাধানে পরিকল্পনা অনুসরণ আবশ্যক। ফলে শিক্ষাক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনাবিহীন শ্রেণী শিক্ষণ কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা শ্রেণী শিক্ষণে পরিকল্পনার অভাবে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করি।

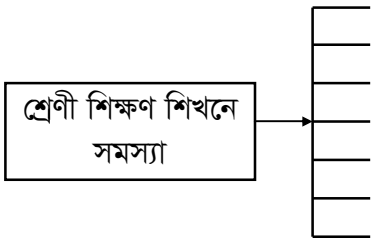

মূল শিখনীয় বিষয়

কৃষি শিক্ষাক্রমের সফলতা নির্ভর করে শ্রেণী পাঠদানের ফল প্রসূতার উপর। শ্রেণী পাঠদানকে সার্থক ও অর্থপূর্ণ করতে শিক্ষণ পরিকল্পনার মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষকতা পেশায় সফলতা লাভের জন্য বিষয়বস্তু শ্রেণীকক্ষে সফলভাবে উপস্থাপন করার কাজটি শিক্ষককে পূর্বে পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হতে হয়।

শিক্ষাদানের জন্য প্রথমে শিক্ষাক্রম বিন্যাস করা হয় তারপর আসে বিষয়বস্তুর বিন্যাস।

শিক্ষণ পরিকল্পনায় থাকবে শিক্ষণের কার্যকরি দর্শন, শিক্ষা দর্শন, এবং শ্রেণী শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা।

শিক্ষণের মত একটি গুরুত্ব ও জটিল কাজের জন্য অবশ্যই একটা পরিকল্পিত বাস্তবভিত্তিক ডিজাইন তৈরি করতে হবে। নতুবা শিক্ষণ শিখন কখনও সার্থক ও বাস্তব ভিত্তিক হবে না।

কাঠামো অনুসরণে বিবেচ্য বিষয়

শিক্ষণ পরিকল্পনা কাঠামো অনুসরণে বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ।

- শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষাক্রম
- শিক্ষা বছর (মোট দিবস)
- সর্বমোট কর্ম দিবস
- ক্লাস রুটিন
- সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলি
- বিষয়বস্তুর বিন্যাস
- মূল্যায়ন প্রক্রিয়া
- ছুটির তালিকা
- সময় বন্টন
- পরীক্ষার সময়সূচি
- উপকরণের সহজলভ্যতা / নির্বাচন
- কৃষি শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা,
- মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

শ্রেণী পাঠদানে–শিক্ষণ-পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব

পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব

- উদ্দিষ্ট শিখন ফল অর্জনে সহায়ক হয়।
- মূল্যায়ন কৌশলগুলো নির্ভরযোগ্য হয়।
- পাঠে স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিসঞ্চারিত হয়।
- শ্রেণী পাঠদান সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপিত হয়।
- শ্রেণী পাঠদান সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- অনুসৃত পদ্ধতি ও উপকরণ নির্বাচন সুনিশ্চিত হয়।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা নিশ্চিত করা যায়।
- বিষয়বস্তু উপযোগী শিখন-শেখানো কলা কৌশল নির্বাচন ও প্রয়োগ করা যায়।
- সময়সীমা অনুসরণ করা হয়।
- শ্রেণী শিক্ষকের তৎপরতা ও শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।
- সুনির্দিষ্ট সময়ে সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলি সম্পন্ন হয়।
- শিক্ষাক্রমের বিমূর্ত ধারণাগুলো মূর্ত করতে সহায়তা করে।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণে সৃষ্ট সমস্যা

যে কোন কজের সফলতা নির্ভর করে তার যর্থাথ পরিকল্পনার উপর। শ্রেণী শিক্ষক তার প্রশিক্ষণ লব্ধজ্ঞান, দক্ষতা, নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বিষয়গত জ্ঞান, সৃজনশীলতা ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষণ শিখনের সার্থক ও সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে তিনি শ্রেণী শিক্ষণ শিখনের যাবতীয় কার্যাবলিকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করে থাকেন। শিক্ষার্থীরা ও শ্রেণী শিখনে কৌতূহলী হয়ে উঠে। শ্রেণী শিক্ষক শিক্ষণ-শিখনের পরিকল্পনা তৈরি না করলে শ্রেণী শিক্ষণ কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন –

- মনোবিজ্ঞান সম্মত পাঠ পরিকল্পনা।
- পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তুর বিন্যাস প্রক্রিয়া।
- সময় বিন্যাস (পিরিয়ড / সপ্তাহ)।
- কার্যকর পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি।
- পদ্ধতি ও কৌশল।
- শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা।
- মূল্যায়ন ব্যবস্থা।

- শিক্ষণ-শিখনের ধারাবাহিকতা।
- উদ্দিষ্ট শিখনে ফল অর্জন।
- শিক্ষার্থীর অগ্রগতি নির্ধারণ।
- মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব - ক

পর্ব - খ

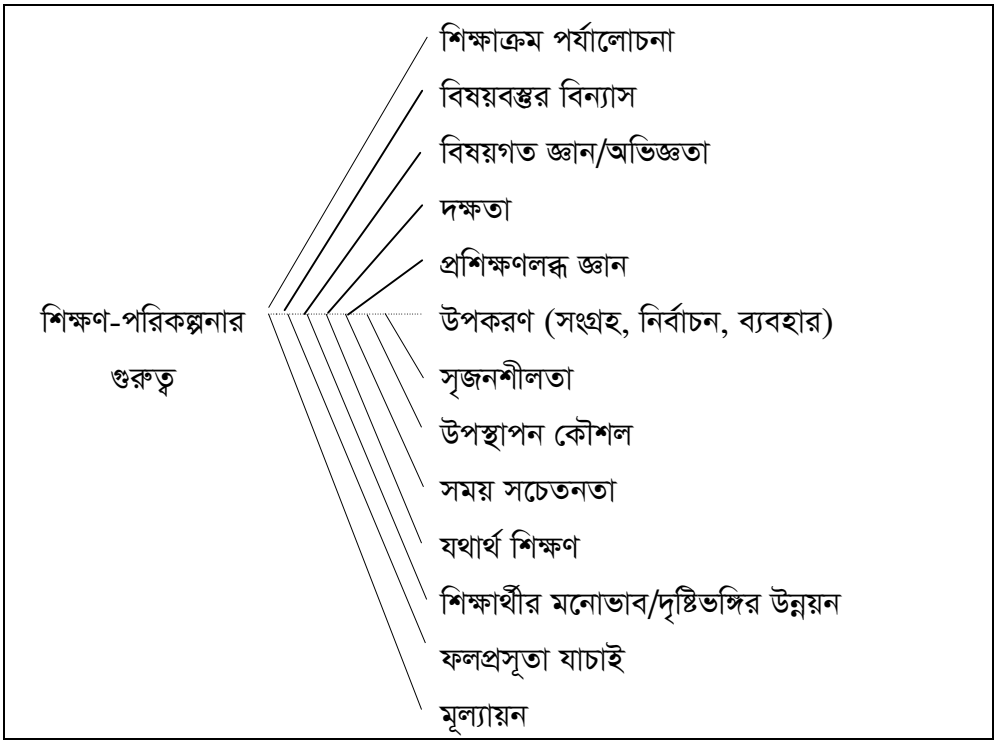
শিক্ষণ-পরিকল্পনার গুরুত্ব
শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা
বিষয়বস্তুর বিন্যাস
বিষয়গত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা
দক্ষতা
প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান
উপকরণ (সংগ্রহ, নির্বাচন, ব্যবহার)
সৃজনশীলতা
উপস্থাপন কৌশল
সময় সচেতনতা
যথার্থ শিক্ষণ
শিক্ষার্থীর মনোভাব/দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন
ফলপ্রসূতা যাচাই
মূল্যায়ন

পর্ব - গ

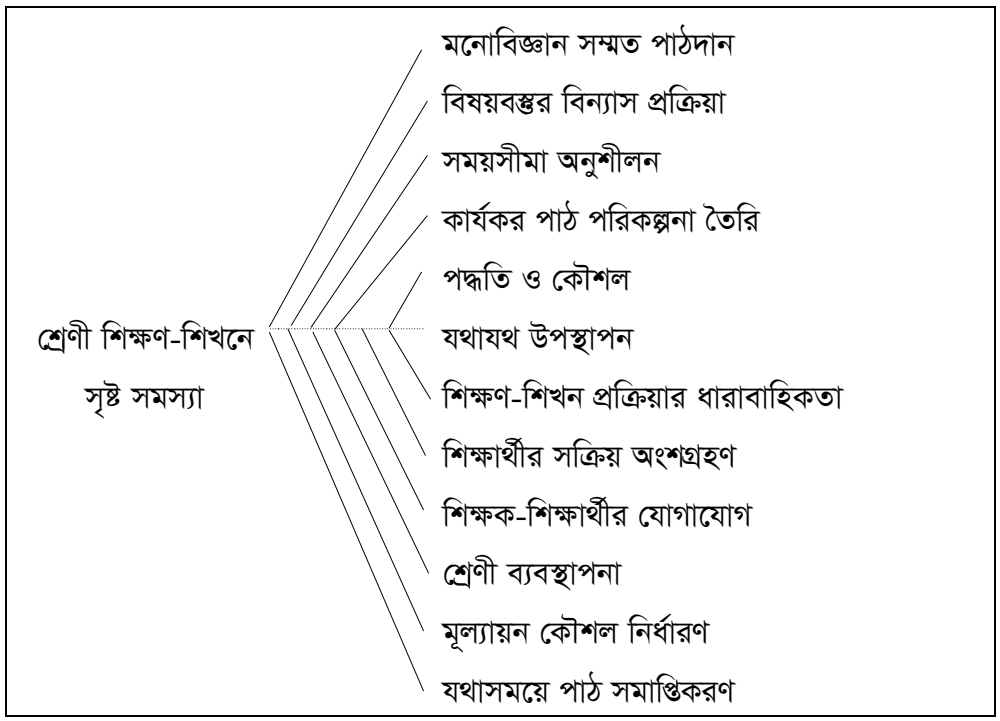
শ্রেণী শিক্ষণ-শিখনে
সৃষ্ট সমস্যা
মনোবিজ্ঞান সম্মত পাঠদান
বিষয়বস্তুর বিন্যাস প্রক্রিয়া
সময়সীমা অনুশীলন
কার্যকর পাঠ পরিকল্পনা তৈরি
পদ্ধতি ও কৌশল
যথাযথ উপস্থাপন
শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা
শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগ
শ্রেণী ব্যবস্থাপনা
মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ
যথাসময়ে পাঠ সমাপ্তিকরণ